DEPARTMENT OF HISTORY
Course : Programme
Semester : IV
Paper/Core Course : PROG-CC-IV (Unit- 1)
Name of the Teacher : Nilendu Biswas
Topic : রেনেসাঁ ও রিফরমেশন

Unit-1: Renaissance and Reformation - socio-economic roots - secularism and humanism - art, architecture, science and literature - the printing revolution

❖ **রেনেসাঁ কী ঃ** ইউরোপের ইতিহাস ষোড়শ শতকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, যার একটি দিক মানুষের চিন্তা-ভাবনার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল । এটা ছিল রেনেসাঁ (Renaissance) বা নবজাগরণ । নবজাগরণের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল রেনেসাঁ, যার সাধারণ অর্থ অতীতের পূণর্জাগরণ । বস্তুতঃ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের ইউরোপের রূপান্তরের কালে শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, তাকে নবজাগরণের অঙ্গ বলেই মনে করা হয় । মধ্যযুগে চার্চের গোড়ামির জন্য ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ অন্ধকারের গহণ বনে আলোকের সন্ধানে হাতরে বেরায় । ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে ছিল । যুক্তি ও প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে । অজ্ঞানতার এই অন্ধকারময় জগৎকে দূর করে অতীত জ্ঞানের আলোকে ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে তোলার প্রচেষ্টাকেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলে অভিহিত করেছেন ।

এই রেনেসাঁ শব্দটির প্রয়োগ কিভাবে ঘটল তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, ফরাসি ঐতিহাসিক **মিশলে** (১৮৫৫ খ্রীঃ) প্রথম রেনেসাঁ শব্দটি ব্যবহার করেছেন । চর্তুদশ শতকের ইতালিতে চিন্তার আলোড়ণ ও উদ্দীপনা এবং তার মধ্যে নব জন্মের প্রতিফলন লক্ষ্য করে মিশলে এই শব্দটি প্রয়োগ করে ছিলেন । তবে এর আবির্ভাব কবে হয়েছিল সেপ্রসঙ্গে দেখা যায় রাতারাতি একদিনে হঠাৎ করে এটা সম্ভব হয়নি । চর্তুদশ শতকের অনেক আগেই মানুষের চিন্তা জগতে বা মানসিকতায় একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল । এতদিন পর্যন্ত মানুষ ধর্মের উপর অত্যাধিক নির্ভরশীল ছিল । কিন্তু এই সময় থেকে মানুষ ক্রমে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞানচর্চার ইত্যাদির উপর আগ্রহী হতে থাকে । এর পরিণতিতে মানুষের মনে নানান জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়, যা তাকে বিশেষ ভাবে যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল করে তোলে । এই যুক্তিবাদের প্রভাবে মানুষ ধর্মকে এক নতুন দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করে । ষোড়শ শতকে ইউরোপে যে রেনেসাঁর প্রভাব দেখা দিয়েছিল তার মূল কিন্তু এই সময়েই গ্রোথিত হয়ে ছিল ।

ইতালিতেই প্রথম প্রকাশ ঘটে ছিল এই নতুন চিন্তা ভাবনার । ইতালিতে মূল রোপনের পর ক্রমশ তা ডালপালা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যত্র । কিন্তু ইতালিতে কেন প্রথম রেনেসাঁর উদয় হল সে প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যাবে, সেখানকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি রেনেসাঁর প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে ছিল । এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে ছিল ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম, লুক্কা প্রভৃতি শহরগুলি । ১৪৫৩ খ্রিঃ কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর সেখানকার পন্ডিতেরা ইতালিতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন । ইতালির শহরগুলির ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় ও সমর্থণ লাভ করায় তাদের পক্ষে নতুন ধরণের চিন্তা ভাবনায় কোন রকম ছেদ পড়েনি । ফলে তারা ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞানচর্চায় নিশ্চিন্ত মনে পেরে ছিলেন আত্মনিয়োগ করতে ।

রেনেসাঁকে আমরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি । একঅর্থে এটি ছিল প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন এবং এটি প্রসারিত হয়েছিল চিরাচরিত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ পুঁথিপত্র ও হস্তলিপি মালার পাঠের মাধ্যমে । ভিন্নতর অর্থে রেনেসাঁ ছিল আধুনিক চিন্তা মানসের উৎস-রুপে বিবেচিত উদ্ভাবনের যুগ । এই চিন্তার অন্যতম বাহক ছিল অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য দাবী করে মুদ্রনযন্ত্রের আবিষ্কার । ইতিহাস দেখিয়েছে এই মুদ্রনযন্ত্রের আবিষ্কার ইউরোপের ইতিহাসকে নতুন পথে চালিত করেছিল । রেনেসাঁ প্রসূৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান এর উপর ভর করে অনেক দূর পাড়ি দিয়েছিল ।

❖ **রেনেসাঁর সঙ্গে মানবতাবাদের সম্পর্ক ঃ** রেনেসাঁর যুগে মানুষের চিন্তাধারায় একটি বিশেষ দিকের প্রতি মন ধাবিত হয়েছিল । এই বিশেষ দিকটি ছিল '**মানবতাবাদ**' বা '**Humanism**' । আলোচ্য পর্বে মধ্যযুগীয় অনুশাসন ও যাবতীয় বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করে মানুষের মননে এক নতুন ধরণের চিন্তাধারা জন্মলাভ করে, যেখানে মানুষ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে । মানুষের চিন্তা জগতের এই স্বাধীন ভাবধারা মানবতাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে । মানবতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা **ইরাসমাস** লিখেছেন, '*বিশ্ব নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ।*' কেননা ইরাসমাসের মনে হয়েছিল, বিশ্বে সৃষ্টির নতুন স্রোত বইছে, মানবতাবাদী শিক্ষা মানুষের জীবনের মাণ উন্নত করবে । মানবতাবাদ প্রসঙ্গে **Stephen Lee** বলেছেন,

'মানবতাবাদ হল নবজাগরণের যুগে সব রকম সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণা, যা সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ।'

মানবতাবাদ মানুষের প্রকৃতি, কৃতিত্ব ও সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে ছিল । ঈশ্বরের শক্তি, রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি । ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞানচর্চা, সঙ্গীত, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানবতাবাদের প্রভাব পড়ে ছিল । বস্তুত রেনেসাঁর যুগে যে মানবতাবাদের জন্ম হয়েছিল তার মূলে ছিল মানুষের নতুন মর্যাদা প্রতিষ্ঠা । মানবতাবাদীদের মধ্যে সব বিষয়ে মিল না থাকলেও তাদের আয়ত্তে ছিল গ্রিক ও ল্যাটিন ধ্রুপদী সাহিত্য চর্চা । সাহিত্যে, ইতিহাসে, শিল্পকলায় ও লেখনিতে তারা পুরোণ ইউরোপকে আহ্বাণ করে নতুন ইউরোপ গড়ার বাসনায় । দেখেগেছে, এদের চিন্তা ভাবনায় মানুষ হল অনন্য, বিচিত্র্য তার অনুভূতি, সীমাহীন তার সম্ভাবনা ।

ইতালিকে মানবতাবাদের জন্মভূমি বলা যেতে পারে । বস্তুত ইতালির নাগরিক জীবন, রাজনৈতিক সংগঠন, বিপুল সম্পদ, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য এধরণের চিন্তাধারণা সম্ভব হয়ে ছিল । মানবতাবাদ মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছিল । ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজে সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল । মানবতাবাদীরা ধর্মকে অস্বীকার করেনি, প্রাচিন গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য পাঠ করে খ্রীস্টের বাণীকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে ছিল । তাদের মতে, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে যোগস্থল হল মানুষ । সৌন্দর্যবোধ মানবতাবাদের জন্মভূমি বোধ থেকে প্রেমের জন্ম, শ্রেষ্ঠ প্রেম হল ঈশ্বর প্রেম ।

এবারে আমরা দেখবো, এই মানবতাবাদী চিন্তাধারা নাগরিক জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল । বিভিন্ন শাসন কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ও বণিকরা পরিচিত ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের সমর্থক হিসাবে । অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারায় মানুষ স্বভাবত রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিসম্পন্ন জীব । এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের দুটি বিশেষ অবদান ছিল ইতিহাস দর্শন ও নতুন রাষ্ট্রনীতি । রেনেসাঁ প্রসূৎ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখাননি । এই নতুন ইতিহাস দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন লিওনার্দো ব্রুনি ও ফ্লাবিও বিয়োন্দা । এদের নিকট ইতিহাস ছিল মানুষের রাজনৈতিক জীবনধারার বিষয় । অন্যদিকে নতুন রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ছিলেন মেকিয়াভেলি । তিনি **'দি প্রিন্স'** ও **'ডিসকোর্সেস'** গ্রন্থে এমন এক বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন, যে রাজনীতিতে নৈতিকতা ও ধর্মের কোন স্থান নেই । রাজনীতিতে মেকিয়াভেলির প্রভাব সম্পর্কে **উইল ডুরান্ট** বলেছেন, *'পঞ্চম চার্লস, তৃতীয় হেনরী, চতুর্থ হেনরী, কার্ডিনাল রিশল্যু এবং অরেঞ্জ পরিবারের উইলিয়াম-সকলেই মেকিয়াভেলির দি প্রিন্স পড়ে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হন ।'* তাই বলা যায়, মেকিয়াভেলি প্রকৃত পক্ষে ইউরোপে বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতির সূচনা করে ছিলেন ।

❖ **রেনেসাঁ প্রথম ইতালিতে দেখা দিয়েছিল ঃ** রেনেসাঁর উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করলে দেখা যায় যে রেনেসাঁর সঙ্গে ইতালির একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে । শুধু তাই নয়, এই ইতালিতেই রেনেসাঁ তার শিখড় গভীর ভাবে প্রোথিত করেছিল । ইতালিতে রেনেসাঁর এই ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, কেন ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইতালিতেই প্রথম রেনেসাঁ বা নবজাগরণের উদ্ভব ঘটে ? প্রশ্ন উঠতে পারে ইতালিতে রেনেসাঁর ব্যাপক প্রসার নিয়েও । আমরা সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব ।

[১] চর্তুদশ শতকের ইউরোপীয় সমাজে দেখা যায় বিপন্নতার মধ্যেও সামন্ততন্ত্র তার অস্তিত্ব বজার রাখতে পেরেছিল । এই সময় ইতালিতে বাণিজ্য বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হলে সেখানে ব্যাপক নগরায়ণের প্রসার ঘটে । বলাবাহুল্য এই বাণিজ্য ও নগরায়ণের ব্যাপক প্রসার রেনেসাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের উন্মেষে সহায়তা করেছিল । ইতালীয় ধনী নাগরিক ও ব্যবসাহী শ্রেণি নব্য সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা করতে কাপর্ন্য করেননি ।

[২] দীর্ঘকাল ধরে চলা ক্রুসেডের প্রভাবে ইতালির নগর ও বন্দর গুলির প্রভাব, শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে ছিল । দেখা গেছে, সমরাস্ত্র, জাহাজ, রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত ও সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল । শুধু তাই নয়, এগুলিকে উত্তর ইউরোপ ও জেরুজালেমের মধ্যবর্তী ঘাঁটি হিসাবেও কাজে লাগান হয়েছিল । বলাবাহুল্য এরফলে ইতালির নগর ও বন্দর গুলির শক্তি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়ে ছিল ।

[৩] ইতালিতে রেনেসাঁর উদ্ভবে সেখানকার নাগরিক মানসিকতার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল । এখানকার ফ্লোরেন্স, ভেনিস, পাদুয়া প্রভৃতি নগরের লেখক, শিল্পীরা বাড়িতে বেকার বসে থাকতেন না । আবার তাদের পৃষ্টপোষকেরও কোন অভাব ছিল না । পোপ, রাজা বা বিভিন্ন সংস্থা তাদের সাহায্য করতেন । তাই নগরবাসীর নতুন রুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাজারে এসে ছিল নতুন ধরণের পন্য সম্ভার । এই ধরণের ঘটনা সমসাময়িক ইউরোপের অন্যত্র দেখা যায়নি ।

[৪] নগর হিসাবে ফ্লোরেন্স ইতালিতে রেনেসাঁর উদ্ভব ও বিকাশে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল । এখানেই বিখ্যাত মেডিচি পরিবারের আর্বিভাব ঘটেছিল, যারা ব্যাঙ্কার হিসাবে খ্যাতিলাভ করে ছিলেন । আবার এই সময়কার একাধিক পোপ ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা ছিলেন । তাই ফ্লোরেন্সের উন্নতিকল্পে তারা যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন । উপরন্তু এই সময় রেনেসাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন-বত্তিচেল্লী, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি,

মাইকেল অ্যাঞ্জোলো, রাফায়েল, ফিসিনো, পিকাদেল্লা, মেকিয়াভেলি প্রমুখ ফ্লোরেন্স নগরের বাসিন্দা হিসাবেও এই নগরটিকে উর্বর করে ছিলেন ।

[৫] নতুন ইতালির প্রশাসন ব্যবস্থা অনেকাংশে প্রতিনিধিত্ব মূলক ছিল । এখানে শুধু বংশ কৌলিন্য নয়, দক্ষতারও যথেষ্ট দাম ছিল । আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভেনিস শহরে এমনকি সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনেও হাত দেওয়া হয়েছিল । এপ্রসঙ্গে জনৈক **পিয়েত্রো আরেতিনো** দুঃখ করে লিখেছিলেন, *'এটা আমাদের যুগের কলঙ্ক যে কসাই আর দর্জিদের প্রতিকৃতি আঁকাও সে মেনে নিয়েছে ।'*

[৬] কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন পরোক্ষ ভাবে ইতালিতে রেনেসাঁর উন্মেষে সহায়তা করেছিল । দেখাগেছে, অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে বাইজানটাইনের বহু গ্রিক পন্ডিত তাদের মহামূল্যবান পুঁথিপত্র নিয়ে ইতালিতে আশ্রয় লাভ করেছিলেন । এদের ঐন্দ্রজালিক ছোঁয়ায় ইতালিতে নতুন ধরণের ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটে ছিল । এদের উপস্থিতি ইতালির রেনেসাঁচর্চাকে উৎসাহিত করে ছিল । এখানকার ধ্রুপদী বিদ্যাচর্চা নতুন ভাবে পরিচালিত হয়ে ছিল ।

বলাবাহুল্য, এই ধরণের সুযোগ সুবিধা এবং অনুকূল পরিস্থিতি ইতালিকে রেনেসাঁর পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছিল । তাই আমরা দেখতে পাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ইতালিতেই রেনেসাঁ বিশেষ ভাবে বিকাশিত হয়ে ইউরোপে রেনেসাঁর পীঠস্থান দেশ রূপে পরিচিতি লাভ করেছে ।

❖ **ছাপাখানা ও মুদ্রন শিল্পের আবিষ্কার ও গুরুত্ব ঃ** পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের ইউরোপে যে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সমগ্র ইউরোপ তথা বিশ্বের ঘটনাবলীকে পালটে দিয়ে ছিল, তাহল ছাপাখানা বা মুদ্রন শিল্পের আবিষ্কার । আমরা জানি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কেবল মাত্র একজনের হাতে ঘটে না । অনেক দিন ধরে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ও কৌশল নিয়ে হাতে কলমে কাজ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক নতুন নতুন যন্ত্রপাতি গড়ে ওঠে । মুদ্রন যন্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে । এই মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কার তিনজনের হাত দিয়ে গড়ে উঠে ছিল, এরা হলেন যোহান গুটেনবার্গ, যোহান ফাস্ট ও পিটার শোফার । দেখা গেছে মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কার রেনেসাঁর অন্যতম আবিষ্কার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এবারে আমরা দেখবো মুদ্রন যন্ত্র ঠিক কিভাবে এবং কোন পদ্ধটিতে তৈরী হয়ে ছিল ? আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় **'জাইলোগ্রাফি'** বা **'Block printing'** প্রথম এসে ছিল চিন দেশে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে । মুদ্রাকর যে ভাস্য বা ছবি ছাপতে চাইছেন তা একটা কাঠের ফলকের ওপর উলটো করে খোদাই করে তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছেপে দিতেন । প্রথম দিকে এই ভাবেই মুদ্রন করা হত । ইউরোপে এই পদ্ধতির প্রচলন ঘটে অনেক পরে । ১২৫০ থেকে ১৩৫০ কালপর্বে চিনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে এই পদ্ধতি ইউরোপে আসে । মুদ্রন শিল্পের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাগজ তৈরীর রীতিনীতি এর আগেই চিনদেশ থেকে আরবদের সৌজন্যে ইউরোপে চালু হয়ে ছিল ।

গুটেনবার্গ, ফাস্ট ও শোফারের হাত ধরে মেইঞ্জ শহরে যে ছাপাখানার সূত্রপাত ঘটেছিল তাতে লাগত এক বিশেষ ধরণের কালি, কাগজে কালি লাগাবার চাপাযন্ত্র ও ধাতুর হরফ । এই বিশেষ ধরণের কালি তৈরী করা হত ছবি আঁকার তেল ও রঙ মিশিয়ে । কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সহজ হওয়ায় ভিজে কাগজে চাপ দিয়ে জল নিঙড়ে বের করে দেবার চাপাযন্ত্র মুদ্রন যন্ত্রে ব্যবহৃত হত । এই মুদ্রন যন্ত্রে ল্যাটিন ভাষায় যে বাইবেল মুদ্রিত হয়েছিল, তাঁর হরফের সৌন্দর্য, হরফ সাজাবার ও ছাপার মুনসিয়ানা প্রায় তাক লাগানোর মতন নিখুঁত ছিল ।

বলাবাহুল্য মুদ্রন যন্ত্র তৈরীর এই উদ্যোগ ইউরোপে দারুণ সাড়া জাগিয়ে ছিল । পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে মেইঞ্জের শিল্প উদ্যোগ ও কারিগরদের হাতে যে মুদ্রন যন্ত্র তৈরী হয়ে ছিল তা এতই উন্নত ও দক্ষ ছিল যে আগামী ৩০০ বছরে তাতে আর কোন রকম হাত দিতে হয়নি এবং তার থেকে উন্নত কোন মুদ্রন যন্ত্র তৈরী করা যায়নি । মনে রাখতে হবে প্রথম দিকের এই মুদ্রন যন্ত্রে কিন্তু আজকের মুদ্রিত বইএর মত ছাপা ছিল না । সেগুলি তৈরী করা হত হুবহু হাতের লেখা পুথির মত । মুদ্রাকরদের ধারণা ছিল যে অল্প মুল্যে মুদ্রিত বই পাঠকের কাছে উপস্থিত করাই বেশি লাভজনক ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রথম দিকের মুদ্রাকররা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারেননি তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের শক্তি কতটা হতে পারে । কেননা, ১৪৬০ থেকে ১৫০০ কালপর্বের মধ্যেই মুদ্রন শিল্প প্রায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে । মুদ্রনশিল্পের এই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসাবে বলা যায় ব্যবসাহী, আইনজীবী, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, চিকিৎসক প্রমুখ বিভিন্ন পেশার মানুষের নিকট বই-এর বিরাট চাহিদা ছিল । সবচেয়ে বড় চাহিদা তৈরী হয়েছিল স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিকট । এমনকি নিজেদের আত্ম উন্নতি ও অধ্যায়ণের প্রয়োজনেও বহু মানুষ বই কিনতেন।উপরন্তু বই মানুষের ধ্যান ধারণা ও চিন্তার একটি বড় মাধ্যম রূপে বিবেচিত হত।

১৫৪৩খ্রিঃ কোপারনিকাসের বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ দারুণভাবে আলোড়িত হয় । পন্ডিত মহলে কোপারনিকাসের চিন্তাধারা নিয়ে গভীর আলোচনা শুরু হয় । একই ভাবে ইরাসমাসের রচনাবলী প্রকাশিত হলে প্রায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে

ধর্মসংস্কারের ধ্যান ধারণা । বস্তুতঃ পক্ষে এই মুদ্রন যন্ত্রের গুরুত্বকে সুপ্রাচীন কালের হাতে লেখা পুঁথি এবাং আধুনিক কালে গড়ে ওঠা কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা চলে ।

❖ **কোপারনিকাসের বিপ্লব ঃ** রেনেসাঁর যুগে বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম ভিত্তি ছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লব । এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জনক ছিলেন কোপারনিকাস । জন্মসূত্রে পোল কোপারনিকাস ইতালির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, কিন্তু কর্মসূত্রে তিনি চার্চের কর্মকর্তা ছিলেন । চিকিৎসা, আইন ও জ্যোর্তিবিদ্যায় তিনি বিশেষ পাঠ নেন, যদিও জ্যোর্তিবিজ্ঞান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয় । মধ্যযুগ থেকে বিজ্ঞানী ও পন্ডিতরা মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন । মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনন্ত কৌতুহল তৈরি হয়েছিল । পিথাগোরাসের গণিত, ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্লেটোর বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা, আর্কিমিডিসের ইঞ্জিনিয়ারিং সূত্র, টলেমির জ্যোর্তিবিদ্যা, গালেনের চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানের জগত তৈরি হয়েছিল ।

অ্যারিস্টটল যে মহাবিশ্বের ধারণা তৈরি করেছিলেন তাতে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে দেখানো হয়েছে । এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর, মানুষ, দেবদূত, গাছপালা, প্রাণী সকলের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় । সৃষ্টির উৎপত্তি তিনি ব্যাখ্যা করেন, ইউরোপের মানুষ এইভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । ধরে নেওয়া হয় এসব সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এবং মহাবিশ্ব এইভাবে অনন্তকাল টিকে আছে। কিন্তু এর বিরোধী ধারণা হিসাবে বলা হয়েছে পৃথিবী তাঁর কক্ষপথে আবর্তিত হয় । যদিও এই ধারণাকে প্রমান করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার । কেননা পৃথিবী যে ঘুরছে না, আর সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য নক্ষত্ররা যে ঘুরছে তা স্পষ্ঠ দেখা যায় । এই ধারণাটির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল মনোবল ও বিজ্ঞানের । শেষ পর্যন্ত এই কঠিন কাজটি করলেন কোপারনিকাস । তাঁর মনোবল ছিল অদম্য এবং একাজে তিনি প্রেরণা পেয়ে ছিলেন রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ থেকে ।

কোপারনিকাসের চিন্তাধারার মূল কথা এই যে গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে নয়, সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে । পৃথিবী নিজেও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । এব্যাপারে তিনি তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন **'On the revolution of the celestial Orbs'** নামক গ্রন্থে । কোপারনিকাস মনে করেন, তাঁর এই ধারণাটি মেনে নিলে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের অনেক সমস্যার সমাধান করা যাবে । গ্রহগুলির কক্ষপথ তিনি যুক্তি সম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করেন । বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মান্ড সম্পর্কে এক প্রাচিন ধারণাকে নতুন রূপ দেন । যদিও সমকালীন পরিস্থিতিতে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না । এই মতবাদ প্রচারের অভিযোগে অপর এক বিজ্ঞানী জিওরদানো ব্রুনো-কে মৃত্যু বরণ করতে হয়ে ছিল ।

ইতিহাস দেখিয়েছে, কোন কিছুই শেষ পর্যন্ত থেমে থাকে না, কোপারনিকাসের বক্তব্যও থেমে থাকেনি । দেখা গেছে কোপারনিকাসের প্রায় ১৫০ বছর পরে তাঁর তত্ত্ব সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানী মহলে সমাদর লাভ করে । পরবর্তীতে ডেনমার্কের জ্যোর্তিবিজ্ঞানী টাইকোব্রাহে ও জোহান কেপলার এই ধারণার আরও অগ্রগতি ঘটিয়ে ছিলেন । কেপলার বলেছেন, অর্ধবৃত্তাকার ডিম্বাকৃতি কক্ষপথের কথা । গ্যালিলিও গ্যালিলি বলবিদ্যা ও গতিসূত্রের সাহায্য নিয়ে এই তত্ত্বকে আরও বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন । এই কাজের জন্য তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন । তাই বলা যায় কোপারনিকাসের আমলে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের কথা স্বীকৃত না হলেও পরবর্তীকালীন বিশ্ব তা মেনে নিয়ে ছিল । আর এটাই ছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মূল কথা ।

❖ **ইউরোপে মানবতাবাদের প্রসার ঃ** রেনেসাঁ প্রসূত মানবতাবাদ ইউরোপের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এর পীঠস্থান ছিল অবশ্যই ইতালি । ইতালিই ছিল আধুনিক যুগের উত্তরণের পথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র । তাই বলে এটা মনে করার কোন কারন নেই যে রেনেসাঁ প্রসূত মানবতাবাদ কেবল ইতালিতেই কেন্দ্রীভূত ছিল । দেখাগেছে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রেনেসাঁ প্রসূত ইতালির সঙ্গে ইউরোপের ভাবগত ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান চলছিল । জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি প্রভাবিত হয়েছিল ইতালির সাংস্কৃতিক শৈল্পিক প্রভাবে । এই কারণেই ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়ে ছিল । বলাবাহুল্য, ল্যাটিন ছিল সমসাময়িক মানবতাবাদীদের ভাব প্রকাশের অন্যতম ভাষা ।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং রেনেসাঁ প্রসূত মানবতাবাদের বিকাশ ও উন্নতিতে জার্মানির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই যুগে জার্মানি ছিল একাধারে বাণিজ্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র । এখানকার কাউন্ট ও স্থানীয় শাসকবর্গ উদার হস্তে সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্টপোষকতা করতেন । সংস্কৃতি চর্চার অর্ন্তগত সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম ছিল বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের রচনা । তবে মনে রাখা দরকার যে ধর্মীয় মতবাদ ও সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও জার্মানির নব্য ধর্ম আন্দোলন কিন্তু অনেকটাই রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল । পঞ্চদশ শতকে রাইনল্যান্ডে যে ধর্মনিরপেক্ষ ও ভক্তিবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তা আসলে **'Devotio modermana'** নামক আন্দোলনের ফল ছিল বলে মনে করা হয় । এর সারার্থ ছিল মূল বাইবেল পাঠ, তার যথার্থ অর্থ বোঝা ও তার যথাযথ ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ।

জার্মানিতে মানবতাবাদের প্রসারে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন **জন রিউ কলিন** । মূল ও আকর গ্রন্থ পাঠের বাসনা তাকে অনুপ্রাণিত করে ছিল **'ওল্ড টেস্টামেন্ট'** পাঠ করতে । কিন্তু তিনি হিব্রু ভাষা না জানায় ইতালি পাড়ি দিয়ে হিব্রু ভাষা শিক্ষালাভ করেন । এরপর তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষার জন্য একটি হিব্রু ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন । বলাবাহুল্য এটি ছিল কোন খ্রিষ্টান রচিত প্রথম হিব্রু গ্রন্থ । **ইরাসমাস** ছিলেন এই সময়কার আরেক জন বিশিষ্ট মানবতাবাদী পন্ডিত । তিনি রচনা করে ছিলেন **'নিউ টেস্টামেন্ট'**-এর নতুন সংস্করণ । এই গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্ম ও নব্য জ্ঞানের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী ফুঁটে উঠেছে । তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর গ্রন্থ বহু খ্রিষ্টানকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে । ইরাসমাসের অপর এক বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল **'দি প্রেইজ অব ফলি'** । বস্তুত ইরাসমাসের এইসব বিদ্রুপত্মক ও সমালোচনামূলক পুস্তকগুলি সমকালীন ধর্মীয় অনাচার জনসমক্ষে তুলে ধরে ছিল ।

কেবল জার্মানিই নয়, ইতালির বাইরে বৃহত্তর ইউরোপের অন্যত্র ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও রেনেসাঁ প্রসূত মানবতাবাদের গভীর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল । ফরাসি রেনেসাঁ সাহিত্যকে এই সময় সমৃদ্ধ করে ছিলেন ফ্রাসোঁয়া রাবেল । একই সময়ে মিশেল-দ্য-মঁতেন তাঁর একাধিক গবেষণা ও প্রবন্ধের দ্বারা মানবতাবাদের সমালোচনামূলক এবং সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছেন । এই ফরাসি মানবতাবাদী সংস্কৃতি কিন্তু অনেকাংশে ইতালি ও ফ্লদর-এর প্রভাবে প্রভাবিত ছিল । এই ফরাসি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বিখ্যাত পন্ডিত লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চিকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে ছিল । এই আকষর্ণের দরুন তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি এখানেই অতিবাহিত করে ছিলেন ।

স্পেনে কার্ডিনাল জিমেনেস ১৫০৮ খ্রিঃ আলকালায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এখানে গ্রিক ও প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত । এই সময় সার্ভেন্তিস রচনা করেছিলেন বিখ্যাত গ্রন্থ **'ডন কুইসকোট'**, যেটি ছিল সে যুগের সেরা স্পেনীয় সাহিত্য কীর্তি ।

ইংল্যান্ডও রেনেসাঁ প্রসূত মানবতাবাদের প্রভাব থেকে বাইরে ছিল না । মানবতাবাদের প্রভাব তাকেও আচ্ছন্ন করেছিল । এখানে মানবতাবাদের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে ছিলেন **গ্রোসিন, কোলেট ও টমাস মুর** প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । সেন্ট পল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে কোলেট বিখ্যাত হয়ে আছেন । এই সেন্ট পল স্কুল প্রতিষ্ঠা ইংল্যান্ডের সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে, কেননা এটি রেনেসাঁ চর্চাকে সমদ্ধ করেছিল । তবে লক্ষনীয় যে দর্শন চর্চাকে এই স্কুল সমৃদ্ধ করলেও শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য চর্চায় এর তেমন কোন ভূমিকা ছিল না । যাইহোক পরবর্তীকালে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে সৃজনশীল ও শাশ্বত সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটেছিল, তাঁর শিখড় কিন্তু এই যুগেই রোপিত হয়ে ছিল । যেসব স্বনামধন্য লেখক, নাট্যকর, কবি, সাহিত্যিক এই যুগের সাহিত্য চর্চাকে সমৃদ্ধতর করে ছিলেন তারা হলেন **এডমন্ড স্পেন্সার, উইলিয়াম শেক্সপীয়ার, ফ্রান্সিস বেকন, বেন জনসন, জন মিলটন ও রিচার্ড হুকার** ।

মানবতাবাদের প্রভাব থেকে নেদারল্যান্ডও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি । এখানেও রেনেসাঁর প্রভব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছিল । যদিও এই সময় ওলন্দাজ সংস্কৃতির উপর দক্ষিণ জার্মানির একটা বড় ভূমিকা ছিল । কিন্তু প্রথম পর্বে ইতালীয় দৃষ্টান্ত কিছুটা হলেও ওলন্দাজ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল । কেননা, রেনেসাঁর প্রভাবেই সমসাময়িক জার্মান ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বোলোনা ও পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন । তাই ইতালীয় মানবতাবাদীরাও শেষ পর্যন্ত উত্তরের রেনেসাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি । এই সময় বাসল ও ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জার্মান মানবতাবাদের ধারক ও বাহক ।

❖ **ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর মানবতাবাদের প্রভাব ঃ** রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, কেবল ইতালি বা ইউরোপের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যাতাই নয়, মানবতাবাদের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীর সমাজ, সংস্কৃতির জগতকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল । মানবতাবাদীদের চেতনায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে ছিল মানব মন, আর তাতে জোয়ারের ন্যায় ভেসে গিয়ে ছিল সমকালীন ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা । প্রাচিন দর্শনের আলোয় নবীন জগতের পথকে খুঁজে বার করার জন্য আলো জ্বেলে ছিল মানবতাবাদ । ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর মানবতাবাদের প্রভাব কতটুকু তা আমরা এবারে নির্ণয়ের চেষ্টা করব ।

ইতিহাস চর্চা ঃ মানবতাবাদী পন্ডিতেরা ঐতিহ্যবাদী ও ধ্রুপদী সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী ছিলেন, তাই রেনেসাঁ প্রভাবিত মানবতাবাদী ইতিহাস চর্চায় বা ইতিহাসবোধের ক্ষেত্রে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । এই ভাবে আমরা দেখতে পাই, মানবতাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে প্রাচিন যুগ ছিল সুবর্ণ যুগ, মধ্যযুগ ছিল অন্ধকারময় যুগ এবং রেনেসাঁর যুগ ছিল প্রকৃত আলোর যুগ । এই যুগে মানুষ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাচিনের মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন । এপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত মানবতাবাদী পন্ডিত **ইরাসমাস** লিখেছেন, *'বিশ্ব নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ।'* মানবতাবাদীরা মনে করতেন, তাদের যুগেই সূচনা হয়েছে একটি নতুন ঐতিহাসিক পর্বের । তবে এই পর্বের ইতিহাস চর্চায় প্রয়োজন ছিল আরও সংস্কার ও পূনর্গঠনের, কিন্তু তাহলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে রেনেসাঁ প্রসূত মানবতাবাদের আলোকে সমকালীন ইতিহাস চর্চা নবজীবন লাভ করেছিল ।

এই সময়কার ইতিহাস চর্চা বলতে যা বোঝায় তা আসলে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস । মানবতাবাদী ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ দিক ছিল নাগরিক মনন ও মানসিকতা । এই নাগরিক মানসিকতাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল গ্রিক মনীষী

অ্যারিষ্টটলের ধ্যান-ধারণা । **অ্যারিষ্টটল** মনে করেন, '*মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিসম্পন্ন জীব ।*' এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের দুটি বিশেষ অবদান ছিল ইতিহাস দর্শন ও নতুন রাষ্ট্রনীতি । রেনেসাঁ প্রসূৎ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখাননি । এই নতুন ইতিহাস দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন **লিওনার্দো ব্রুনি, ফ্রান্সিসকো গুইসিয়ানা ও ফ্লাবিও বিয়োন্দা** । এদের নিকট ইতিহাস ছিল মানুষের রাজনৈতিক জীবন ধারার বিষয় । লিওনার্দো ব্রুনি রচনা করে ছিলেন '**History of Florence**' । ফ্রান্সিসকো গুইসিয়ানার '**History of Italy**'-ও এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

অন্যদিকে নতুন রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ছিলেন **মেকিয়াভেলি** । তিনি '**দি প্রিন্স**' ও '**ডিসকোর্সেস**' গ্রন্থে এমন এক বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন, যে রাজনীতিতে নৈতিকতা ও ধর্মের কোন স্থান নেই । তঁরা চিত্রিত '**দি প্রিন্স**' গ্রন্থে প্রিন্স বা আদর্শ শাসক হলেন প্রচলিত ধর্মীয় নীতিবোধের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত এক নির্ভিক দৃপ্ত পুরুষ । রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তিনি ন্যায়-আন্যায়, সৎ-অসৎ, অহিংস-সহিংস, যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন । রাজনীতিতে মেকিয়াভেলির প্রভাব সম্পর্কে **উইল ডুরান্ট** বলেছেন, '*পঞ্চম চার্লস, তৃতীয় হেনরী, চতুর্থ হেনরী, কার্ডিনাল রিশল্যু এবং অরেঞ্জ পরিবারের উইলিয়াম-সকলেই মেকিয়াভেলির দি প্রিন্স পড়ে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হন ।*' তাই বলা যায়, মেকিয়াভেলি প্রকৃত পক্ষে ইউরোপে বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতির সূচনা করে ছিলেন । **জাঁ বোঁদা** ছিলেন এই পর্বের আরেক জন বিখ্যাত ঐতিহাসিক । তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছিল '**Early introduction to the History**' ।

সাহিত্য চর্চা ঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানবতাবাদের প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই । মানবতাবাদী সাহিত্যিকরা রেনেসাঁর যুগে একই সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন ও মাতৃভাষা চর্চা করেছেন । বস্তুতঃ ধ্রুপদী সাহিত্যের আঙ্গিক, শৈল্পিক, নন্দনতত্ত্ব, অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ কেবল ইতালিই নয়, সমগ্র ইউরোপীয় রেনেসাঁ সাহিত্যে প্রভাবিত হয়েছিল । ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম, বার্গান্ডি ছিল সেকালের সাহিত্যচর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র । বলা হয়ে থাকে আধুনিক ইউরোপের জন্ম এই পর্বেই হয়েছিল ।

মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় দান্তে-র । দান্তে একাধারে ছিলেন বহুমুখী প্রতীভার অধীকারী- বিশিষ্ট দার্শনিক, কবি ও লেখক । '**ডিভাইন কমেডি**', '**কনভিডিও**' এবং '**ভিটা নুয়োভা**' ছিল তাঁর অমর সৃষ্টি । সমকালিন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে দান্তে একমত ছিলেন না । এই কারণে সেইযুগের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে তিনি সমর্থণ করেননি । মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত আরেক জন কবি ছিলেন পেত্রার্ক । তিনি রচনা করে ছিলেন সনেট ও প্রেমের কবিতা '**লে-রাইম**' । এটি আসলে তাঁর প্রেমিকা লারার দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত হয়ে ছিল । পেত্রার্কের অপর একটি কাব্যগ্রন্থ ছিল '**ট্রায়াম্ফস**' ।

মানবতাবাদী সাহিত্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে পেত্রার্কের প্রায় সমসাময়িক ও তাঁর বন্ধু জিওভানি বোকাচ্চিও-র যথেষ্ট ভূমিকা ছিল । বোকাচ্চিও ছিলেন রেনেসাঁ যুগের সেরা কবি ও ছোট গল্পকার । তাঁর রচিত '**ডেকামেরণ**' গ্রন্থে ১৩৪৮ খ্রিঃ-এর বিধ্বংসী প্লেগ মহামারীর কাহিনী আছে । '**ডিমেনসর পার্সিস**' রচয়িতা পাদুয়ার মার্সিলিয়াস ছিলেন আরেক জন বিখ্যাত লেখক, যিনি সমকালীন ভাবনা চিন্তার দ্বারা নাড়া খেয়েছেন । তিনি রাজতন্ত্রে নয়, নগর গুলির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন ।

বস্তুতঃ মানবতাবাদী সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল নর-নারীর সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি । মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের রচনায় এগুলি বিশেষ ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল । গীতিকাব্য ও ছোট গল্পের সৃষ্টি এই রেনেসাঁ সাহিত্যকে একটি বিশিষ্ট রুপ দান করেছিল । সবচেয়ে বড় কথা এযুগের সাহিত্য চর্চার ধ্রুপদী সাহিত্যের আঙ্গিক, শৈল্পিক, নন্দনতত্ত্ব, অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ এক বিশেষ মাত্রা দিয়ে ছিল । পাশাপাশি একথাও বলতে হয় যে, এই রেনেসাঁ সাহিত্য বহু ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের তুলনায় অনেক নির্মম ও বাস্তববাদী ছিল ।

❖ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় মানবতাবাদের প্রয়োগ ঃ রেনেসাঁর যুগে মানবতাবাদ মানব মনের উপর যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে ছিল, তা ঢেউ-এর ন্যায় আছড়ে পড়েছিল পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁ প্রসূত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাতে । ধ্রুপদী সংস্কৃতি ও ভাষা কেবল ইতিহাস ও সহিত্য চর্চাকে প্রভাবিত করে ছিল তাই নয়, শিল্পকলার উপরেও এর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল । **বুমার্ট** মনে করেন, '*এই শিল্পচর্চা ছিল মূলতঃ অতীতের পুনরুজ্জীবন ও জগৎ আবিষ্কার*' । এই পর্বের শিল্পচর্চা ছিল নতুন মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণির পৃষ্টপোষকতায় সৃষ্ট । সমসাময়িক ইতালীয় অভিজাতদের বর্নাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাত্রার সঙ্গে শিল্পচর্চা ছিল বিশেষ সঙ্গতীপূর্ণ । কেবল স্থানীয় অভিজাত শাসক নয়, ধর্মযাজকরা বা স্বয়ং পোপ রেনেসাঁ শিল্পীদের পৃষ্টপোষনণয় এগিয়ে এসেছিলেন ।

চার্চ অলংকরণ ও স্থাপত্য রীতিতে ঈশ্বর ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ । মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার চেয়েও মুক্তির অন্বেষণে মানুষের সচেতন ইচ্ছার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল । তাই দেখা যায় সেন্ট পিটার্স চার্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু ঈশ্বরের মহিমা কীর্তণ নয়, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল । এর বিশেষ প্রতিফলন ঘটেছিল মাইকেল এ্যাঞ্জোলো অঙ্কিত একটি বিখ্যাত ফ্রেস্কো '**Il-Divino**'-র ক্ষেত্রে । এখানে মাইকেল এ্যাঞ্জোলোর দুঃসাহসিক শারীরিক ক্লেশ, প্রায় বল্গাহীন ও অতুলনীয় কল্পনা শক্তির এবং অতুলনীয় নৈপুন্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় । ৪০X২৩ মিটার দীর্ঘ ও ১৩X৪১ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই বিশাল

ফ্রেস্কোটি অঙ্কন করা হয়েছিল সিস্টিন চ্যাপেলের উপসনা গৃহের দেওয়ালে । বহু বিচিত্র বিষয়বস্তু এখানে স্থানে পেয়েছে । চন্দ্র ও সূর্যের সৃষ্টি, প্রথম আলোর সৃষ্টি, ধরীত্রী ও জলের বিভক্তিকরণ, আদম ও ইভের সৃষ্টি, ইডেন উদ্যানে তাদের বিবস্ত্র অথচ নিষ্পাপ বিচরণ, মহাপ্লাবন ও বাইবেলের অন্যান্য কাহিনীও এখানে স্থান পেয়েছে । এমন কি স্বয়ং যিশুকেও এখানে রাখা হয়েছে । এই সুবিশাল ফ্রেস্কো অঙ্কণে মাইকেল এ্যাঞ্জোলোর সময় লেগেছিল ছয় বছর (১৫০৬-১৫১২খ্রীঃ) । এই চার্চের উপসনা গৃহে পরবর্তীকালে তিনি **'The Last Judgement'** নামে আর এক অমর চিত্র অঙ্কন করে ছিলেন ।

মাইকেল এ্যাঞ্জোলো কেবল চিত্রশিল্পী ছিলেন না, ভাস্কর হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করে ছিলেন । তিনি এমন দুটি ভাস্কর্য নির্মাণ করে ছিলেন যা তাকে ভাস্কর হিসাবে অমর করে রেখেছে । এগুলি ছিল-**'ডেভিড' ও 'ব্যাক্কাস'** । প্রথমটি ছিল বীর যোদ্ধা ডেভিডের, যিনি সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে চির শত্রু গোলিয়াথের সঙ্গে অন্তিম সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত । পেশিবহুল, ক্ষীণকটি এই সুদর্শণ নগ্ন যুবক শক্তির, প্রতিপত্তি ও দুঃসাহসিকতার মূর্ত প্রতীক । এ্যাঞ্জোলোর দ্বিতীয় ভাস্কর্যটি ছিল সুরার দেবতা ব্যাক্কাসের । সমকালীন ধর্মীয় গোড়ামী মুক্ত কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ব্যাভিচারির জীবন যাত্রার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল এই ভাস্কর্যটি । ইনি একাধারে উল্লঙ্গ ও মদ্যপ, এর দক্ষিণ হস্তে পানপাত্র এবং বাম হস্তে রয়েছে একগুচ্ছ দ্রাক্ষা । এ্যাঞ্জোলো **'পিয়েতা'** নামে আরও একটি বিখ্যাত অথচ মর্মস্পর্শী ভাস্কর্য তৈরী করে ছিলেন । এ্যাঞ্জোলো ছাড়াও **দোনাতেল্লা, ভেরোক্কিও** এই সময়ের বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী ছিলেন । দোনাতেল্লা নির্মাণ করেছিলেন **'সেন্ট জর্জ'**ও**'মেরি ম্যাগডালেন'**-র মুর্তি।

সমকালীন চিত্রশিল্প গুলিও সেই যুগের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে এযুগের চিত্রশিল্প সৃষ্ট হয়ে ছিল । তার চেয়েও বড় কথা এই চিত্রশিল্পে প্রাচীন যুগের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না । অর্থাৎ রেনেসাঁ যুগের চিত্রশিল্প ধ্রুপদী যুগকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়ে ছিল । চিত্রশিল্পের একটি বিশেষ দিক ছিল ফর্ম ও বাস্তবতা । **জত্তোর** চিত্রে এই ফর্ম ও বাস্তবতার প্রভাব অনুভূত হয়েছে । **মাসাচ্চো** এর সঙ্গে যোগ করেছেন প্রেক্ষিতের ধারণা । মাসাচ্চোর প্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি অঙ্কণের বাস্তবতা ছিল অবাক করার মত । ব্রাঙ্কাচ্চি চ্যাপেলে তাঁর অঙ্কিত সেন্ট পিটারের চিত্রটি ছিল এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক । এই যুগের চিত্রশিল্পের একটি বিশেষ দিক ছিল নর-নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কণ । প্রতিকৃতি অঙ্কণের সূচনা করেন বত্তিচেল্লী । তাঁর হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ফুঁটে উঠে ছিল- **'Adoration'**, **'Madona the Magnificent'** এবং **'Birth of Venus'** চিত্র গুলি ।

রেনেসাঁ চিত্রশিল্পের একটি বিশেষ দিক ছিল এই পর্বে যেসব নর-নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কণ করা হয়ে ছিল, তাঁর অধিকাংশই ছিল নগ্ন ও বিবস্ত্র । বিদগ্ধ ও রসিকের দৃষ্টিতে এই চিত্রগুলি কামোদ্দীপক নয়, বরং সরল, নিষ্পাপ নিরাভরণ অথচ স্বর্গীয় সুষমামন্ডিত । বত্তিচেল্লীর **'Birth of Venus'** চিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক **অমলেশ ত্রিপাঠী** মন্তব্য করেছেন, *'ভেনাসের জন্মে ভেনাসের উড়ন্ত চুলে এখনও লেগে আছে সমুদ্রের নোনা স্বাদ, লীলায়ুত আঙুল গুলি যেন ইচ্ছা করেই স্তন ঢাকছে না । কটি থেকে জঙ্ঘার সৌন্দর্য কাম উদ্দীপক করেও করে না । এমন সুকুমার ঈষৎ দীর্ঘায়িত মুখ, নিষ্পাপ দৃষ্টি, সুডৌল গ্রীবা সেই সৃষ্টিশীল যুগেও অতুলনীয়'* ।

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি ছিলেন রেনেসাঁ যুগের এমন এক বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, যার কথা না বললে এই আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে । ফ্লোরেন্সের নাগরিক এই মানুষটি একাধারে ছিলেন ভাস্কর, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক । চিত্রশিল্পে তাঁর শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল **'মোনালিসা'** ও **'লাস্ট সাপার'** চিত্র দুটি । **মোনালিসা** চিত্রটি ছিল জনৈক ব্যবসাহী ফ্রান্সিসকো দে জেকোন্দোর পত্নী লিজা জেকোন্দোর প্রতিকৃতি । আর **লাসট সাপার** চিত্রে আছে, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার আগের দিনে ১২জন শিষ্যসহ ভোজনরত ঘটনা । আশ্চর্যের বিষয় এই যে বহু দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই ম্লান, বিবর্ণ চিত্রে ১২জন শিষ্যের অভিব্যক্তি যেন আজও জীবন্ত ।

রেনেসাঁ যুগের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা কালজয়ী হলেও, তা খুব বেশি দিন কালের বুকে টিকে থাকতে পারেনি । এর পতনের কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই যেসব সামন্ত প্রভূ, সম্রাট বা ধনী ব্যবসাহীরা এই শিল্পের পৃষ্টপোষকতা করে ছিলেন, তাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রেনেসাঁ শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয় । শিল্পীর স্বাধীনতা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পায় । যে কারণে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী কালে মাইকেল এ্যাঞ্জোলো অঙ্কিত **'Last judgement'** চিত্রের নগ্নদের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয় । তাহলেও অস্বীকার করা যাবে না যে এই যুগের শিল্পীরা তাদের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্যে পূর্ণ প্রাণের ও জীবনের জয়গান গেয়ে ছিলেন । শুধুমাত্র বাস্তবের মধ্যে রেনেসাঁ শিল্পীরা সীমাবদ্ধ না থেকে চোঁখের আলোয় এবং চোঁখের বাইরে বৃহত্তর আলোকে আরোহণ করে ছিলেন ।

❖ **রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন ঃ** রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনাচার ও যাজকতন্ত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উৎপত্তি । পোপের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের রাজারা আপত্তি জানিয়েছিলেন । জার্মানিতে এই বিরোধিতা ছিল তীব্রতম, রাজারা চেয়েছিলেন জাতীয় চার্চ এবং চার্চের সম্পত্তির জাতীয়করণ । বাইবেল স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হলে জনগণ চার্চ বিরোধিতাকে সমর্থন করেছিল । অবশ্য পোপের জনসমর্থন হারানোর কিছু কারণও ছিল । দেখাগেছে চর্তুদশ শতকের শুরু থেকে বেশিরভাগ পোপ ছিলেন অযোগ্য এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। তারা পার্থিব কাজকর্ম, রাজনীতি, কূটনীতি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে

আধ্যাত্মিক কাজকর্ম অবহেলিত হয় । তারচেয়েও বড়কথা রেনেসাঁ ইউরোপ নতুন মানুষ তৈরি করেছিল, এই মানুষ পোপতন্ত্রের অধঃপতনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিল ।

চর্তুদশ শতকে ইংল্যান্ডে ওয়াইক্লিফ এবং পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বোহেমিয়াতে জন হাস চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন । রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এরা তত্ত্বগত ও আচারণগত অভিযোগ এনেছিলেন, বাইবেল ও খ্রিস্টের বাণী ছিল তাদের কাছে আদর্শ । মাস ও কমিউনিয়নের ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি । চার্চের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল, যাজকেরা সহজ সরল ধার্মিক জীবন ত্যাগ করে বিলাসী ও ঐশ্বর্যলোভী হয়ে উঠেছিলেন । একজন যাজক একাধিক পদ অধিকার করে থাকতেন । ওয়াইক্লিফ চার্চের এইসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন । ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ওয়াইক্লিফের শিক্ষা দুশো বছর ধরে ইংল্যান্ডের নিম্নবর্গের মানুষের নিকট টিকে ছিল ।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথকে আরও প্রসারিত করেছিলেন বোহেমিয়াতে জন হাস । তিনি চার্চ ও যাজক বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন । তার আন্দোলন বোহেমিয়ার জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে উদ্দীপ্ত করেছিল । যদিও জন হাসের আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল চার্চ ও যাজকতন্ত্রের উপর । কারণ ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর অপরাধে জন হাসকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় । কিন্তু হাসের অনুগামীরা চার্চের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেন, যারফলে বোহেমিয়াতে দেখা দেয় 'হুসাইট আন্দোলন'। চার্চ এবং সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে এরা রীতিমত লড়াই চালিয়েছিল । বোহেমিয়ার অভিজাতদের একাংশ হাস ও তার অনুগামীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল ।

তো কি ছিল রিফরমেশনের মূল কথা ? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রেনেসাঁ থেকে নতুন ইউরোপের জন্ম হয়েছিল । লিওনার্দো, কলম্বাস ও কোপারনিকাস ছিলেন এই যুগের নায়ক । রেনেসাঁ দিয়েছিল নতুন শিক্ষা, মানবতাবাদ, নন্দনতত্ত্ব, বিশ্ববীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা । রেনেসাঁ হল ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগ, নতুন চিন্তার জগতে পুরোন ধর্ম নিয়ে জিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল । রেনেসাঁর যুক্তিবাদী মন ধর্মের নানা আচার-আচারণ, পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল । ঐতিহাসিক **জি.আর. এলটন** উল্লেখ করেছেন, সাধারণ মানুষের বাইবেল পাঠ হল রিফরমেশনের একটি কারণ। এরদ্বারা সাধারণ মানুষ চার্চের দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

❖ **জু-ইংলি ঃ** সুইজারল্যান্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন হালড্রিচ জু-ইংলি । তাঁর নেতৃত্বেই এখানে ধর্মসংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল । টোগেনবার্গের পার্বত্য অঞ্চলে উইল্ডহাউসে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছাত্র হিসাবে কৃতি ও মেধাবী ছিলেন । ভিয়েনা ও বাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সুযোগ তাঁর হয়েছিল । বিখ্যাত মানবতাবাদী পন্ডিত ইরাসমাসের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । অধ্যায়ন শেষ করে জু-ইংলি জুরিখ চার্চের পুরোহিত পদে নিযুক্ত হন । ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বিশেষ ভাবে আধুনিক মনস্ক এবং মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত । তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, '*কেবল অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা নয়, যথার্থ যুক্তির দ্বারা বাইবেলের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন ।*'

জনসাধারণের ভোটে জু-ইংলি জুরিখের গির্জায় পুরোহিত হিসাবে নির্বাচিত হবার পরের বছর রোম থেকে পোপের প্রতিনিধি 'ইন্ডালজেন্স' বা ক্ষমাপত্র বিক্রি করতে আসেন । জু-ইংলি তীব্র ভাবে এর বিরোধিতা করে ইন্ডালজেন্স বিক্রেতাকে কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করেন । অবশ্য জার্মানির মত এখানে এর তেমন কোন ব্যাপক প্রভাব পড়েনি । কারণ, জুরিখের জনসাধারণই ইন্ডালজেন্স ক্রয়ের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি । উপরন্তু জু-ইংলি সুইজারল্যান্ডে পোপের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেছিলেন । তাছাড়া ক্যাথলিক মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানান । কিন্তু না পোপ, না যাজকতন্ত্র -কেউই জু-ইংলির প্রতি কঠোর নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ।

১৫২৩ খ্রিঃ জুরিখে এক ধর্মসভা আহ্বান করা হলে জু-ইংলি সেখানে ৬৭টি প্রশ্ন পেশ করেছিলেন । ইতিপূর্বে জার্মানিতে মার্টিন লুথার ৯৫টি প্রশ্ন সম্বলিত যে প্রতিবাদপত্র পেশ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে জু-ইংলির ৬৭টি প্রশ্নের সেরকম মিল ছিল না । জু-ইংলির প্রশ্নের মূল বক্তব্য ছিল খ্রীষ্টই হলেন চার্চের প্রধান অধিকর্তা এবং তার বাণীই হল ধর্মের মূল ভিত্তি । তিনি চার্চের প্রশাসন পরিচালনায় বিশপদের ক্ষমতার বিরোধিতা করেন । এই সময় তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই জুরিখের জনগণ পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন । এর মধ্যে দিয়ে সেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ।

রোম অর্থাৎ পোপ যে জু-ইংলির প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলেন তা নয়, বস্তুত পোপের প্ররোচনায় জু-ইংলি ও তাঁর সমর্থকদের সুইজারল্যান্ডের বনাঞ্চল গুলিতে বাধা দেওয়া শুরু হয় । এরফলে সুইজারল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় । শেষ পর্যন্ত ১৫৩১ খ্রিঃ ক্যাম্পেল-এর শান্তি চুক্তিতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে । গৃহযুদ্ধে জু-ইংলিই জয়লাভ করেন, কেননা এর দ্বারা স্থির হয় যে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে নাগরিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ক্যান্টনগুলি । কিন্তু পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জু-ইংলি জয়লাভ করলেও দুর্ভাগ্যবশত গৃহযুদ্ধে নিহত হন ।

❖ **অ্যানাব্যাপটিস্ট ঃ** ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন ছিল অশান্ত ও অস্থির । এই সময় রিফরমেশন আন্দোলন শুরু হলে নতুন নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটেছিল । নতুন গড়ে ওঠা ধর্মমত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি ছিল র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী। এই চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যানাব্যাপটিস্ট সম্প্রদায় । খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে প্রচারিত চার্চের মূল নীতি ও আচার-আচরণের মধ্যে খ্রিষ্টের মূল আদর্শ নিহিত আছে । তারা মনে করেন, চার্চ হল বিশ্বাসীদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন । জার্মানি এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়া অ্যানাব্যাপটিস্টরা এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ।

এই আন্দোলনের অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক কার্লসটাড । তিনি প্রথম দিকে লুথারের সহযোগী ছিলেন । কিন্তু পরে লুথারের মধ্যপন্থা নীতি ত্যাগ করে বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন । কার্লসটাড ছাড়াও যাদের হাত ধরে দেশে দেশে অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডেভিড জোরিস, কনরাড গ্রেভেল, জেকব হুটার, বালসার হামেয়ার প্রমুখ । অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলনের এইসব নেতারা কখনও মেনে নিতে পারেননি যে চার্চ ও সমাজ হল সমার্থক ।

নেদারল্যান্ডে অ্যানাব্যাপটিস্টদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল বলে মনে করা হয় । এখানে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন **ডেভিড জোরিস**, যিনি আদতে ছিলেন কবি ও শিল্পী । উগ্র অতিন্দ্রীয়বাদে বিশ্বাসী এই কবি ১৫৪২ খ্রিঃ **'Book of Wonders'** নামক পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করেন যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস তাঁর হৃদয়ের অনুভূতি, বাইরের আচার অনুষ্ঠান নয় । যারা ধর্ম আলোচনা করেন এবং মানুষকে শাস্তি দেন বা অত্যাচার করেন, তাঁরা প্রকৃত ধার্মিক নন । তবে মুনজেরের ন্যায় জোরিসের যাত্রাপথও মসৃণ ছিলনা । তিনি পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করলেও তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হয় । বাকি জীবন তিনি বাসেলে ছদ্মনামে কাটিয়ে দেন ।

আপাতদৃষ্টিতে অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলনকে লুথারবাদের বিরুদ্ধে র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা সঠিক ছিল না । কারন, এরা না ক্যাথলিক, না প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে সসস্ত্র বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিল । বরং অতি বর্বর ও নৃসংসতার সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতাদের যেভাবে দমন করা হয় তা নিশ্চয়ই পাঠকের মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে । আবার লুথার বা জু-ইংলি পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষনা করে ছিলেন তাকে কোন ভাবেই র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী বলা হয়নি । তারচেয়েও বড় কথা, এঁরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিহিংসা নীতি গ্রহণ করেছিলেন ।

❖ **ক্যালভিন ঃ** ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে যেমন লুথারবাদ, তেমনই দ্বিতীয় শতকে ক্যালভিনবাদ পোপ ও ক্যাথলিক মতবাদের পক্ষে বিরাট এক আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে । ক্যালভিন প্রবর্তিত প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ লুথারের চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ছিল । সুইজারল্যান্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রচার করলেও ক্যালভিন জন্মসূত্রে ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসি । প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শণের অধ্যাপক নিকোলাস কপের সঙ্গে ক্যালভিনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল । এমনকি ইভানজেলিক মতবাদ প্রচারক জেরার্ড রসেল-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্টতা ছিল । কিন্তু ফরাসি-রোমান ক্যাথলিক চার্চ ফ্রান্সে এই বিদ্রোহী মানুষটির উপস্থিতি কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেননি । ফলে ক্যালভিনের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন নীতি শুরু হলে তাকে ফ্রান্স ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নিতে হয় ।

ক্যালভিনের মতবাদের উপর ইরাসমাসের **'Greek Testament'** এবং লুথারের ধর্ম উপদেশের একটা প্রভাব অবশ্যই কাজ করেছিল। তাঁর প্রোটেস্ট্যান্ট চিন্তাধারার এক বিশেষ ফসল ছিল **'Institutes of Christian Religion'** নামক গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট মতের এমন ব্যাখ্যা দেন, যার সঙ্গে তুলনা চলে সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাসের ক্যাথলিক মতবাদের সঙ্গে । ক্যালভিন দুটি উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন, যার প্রথমটি ছিল ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে প্রোটেস্ট্যান্টদের রক্ষা করা । আর দ্বিতীয়টি ছিল উগ্র আন্দোলনকারীদের ঠিকমত সংযত করে তাদের সমাজে বিশেষ স্থান প্রতিষ্ঠা করা ।

ক্যালভিন মনে করতেন **'Sovereignty of God'** অর্থাৎ চূরান্ত ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব । এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিসাবে দেখা যায় যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু ক্যালভিনবাদীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে । এই প্রতিরোধ ছিল অবশ্যই সাংবিধানিক এবং এর দ্বারা আগামীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । **ক্যালভিন** বলেছেন, *'ঈশ্বর কিছু অল্পসংখ্যক মানুষকে পার্থিব বন্ধন থেকে চিরকালিন মুক্তির জন্য নির্বাচিত করেছেন । কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই নরকে স্থান পাবার যোগ্য । এটাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ন্যায় বিচার এবং এটা সবাই মেনে নিতে বাধ্য ।'* তিনি আরও বলেছেন, সংস্কৃত চার্চ একাধারে পবিত্র, ঐশ্বরিক ও স্বর্গীয় বাইবেলের অন্যতম ভিত্তি ।

একথা মনে করলে ভুল হবে যে ক্যালভিনের মতবাদ কেবল বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন রূপে সীমাবদ্ধ ছিল । কেননা, সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনীতির উপর এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল । বস্তুত রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে ক্যালভিনবাদ এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল । ক্যালভিন বিশ্বাস করতেন, চার্চের নিজস্ব কিছু ক্রিয়াকলাপ ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য আছে, চার্চই সমাজকে পথ দেখাবে, নতুন জীবন দান করবে । কিন্তু সেজন্য চার্চকে হতে হবে স্বাধীন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত । রাষ্ট্রের আইনগত কার্যাবলীকে ক্যালভিন যেমন সমর্থন করেছেন, তেমনই এটাও মনে করতেন যে, স্বেচ্ছাচারী শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার জনগণের আছে ।

❖ **মার্টিন লুথারের চিন্তাধারা ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঃ** ধর্মসংস্কার আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যার অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন জার্মানির মার্টিন লুথার । পোপতন্ত্রের যাবতীয় দূর্নীতি, অনাচার ও আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম গর্জে উঠে ছিলেন । তিনি যে রিফরমেশনের সূত্রপাত ঘটিয়ে ছিলেন তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে । অবশ্য মনে রাখতে হবে, পোপতন্ত্রের দূর্নীতির বিরুদ্ধে লুথারই প্রথম সরব হয়ে ছিলেন তাই নয়, লুথারের আগমনের অনেক আগেই ষোড়শ শতকে চার্চ সংস্কারের একাধিক দাবী উত্থাপিত হয়ে ছিল । এক্ষেত্রে পথিকৃত ছিলেন চর্তুদশ শতকে ইংল্যান্ডে জন ওয়াইক্লিফ এবং পঞ্চদশ শতকে বোহেমিয়াতে জন হাস ।

কিন্তু না ওয়াইক্লিফ, না জন হাস-কারও আন্দোলনই তেমন ব্যাপক রুপ পায়নি । কারন, জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাসের আন্দোলন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় শুরু হয়নি । যাইহোক আমরা ধর্মসংস্কার আন্দোলনে মার্টিন লুথারের ভূমিকা নিরুপণ করব । এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই লুথার উইলিয়াম ওকাম নামে সমকালিন এক দার্শনিকের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিলেন । ওকামের দার্শনিক মতবাদ "Nominalism' নামে পরিচিত । যার মূল কথা ছিল সত্যকে উপলব্ধি করা যায় একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা । সেজন্য বাইবেলের বাণী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন । এই কারণে লুথার মনে করতেন ক্ষমাপত্র বিক্রয়ের দ্বারা কখনই পাপমুক্ত হওয়া যায়না । বলাবাহুল্য, এই ক্ষমাপত্র বিক্রয়ের দ্বারা পোপ বা চার্চ লুথারের বিরাগভাজন হয়ে ছিলেন ।

লুথার বিশ্বাস করতেন, মানুষের মুক্তির জন্য উপবাস, প্রার্থনার যেমন দরকার নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই দান-ধ্যান ও পূন্যকর্মের । কারণ, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর করুণা লাভের জন্য যাজক বা চার্চের প্রয়োজন নেই । এই প্রেক্ষিতেই লুথার ১৫১৭খ্রিঃ উইটেনবার্গ গীর্জার দরজায় ৯৫টি প্রশ্ন সম্বলিত তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র সেঁটে দেন । তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন, পাপমোচন বা শাস্তিদানের কোন অধিকার চার্চের নেই । প্রকৃত অনুতপ্তকে ঈশ্বর নিজেই ক্ষমা করবেন । কিন্তু ইতিহাস দেখিয়েছে, লুথারের এহেন বক্তব্য মেনে নেওয়া চার্চের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিলনা । পোপের নির্দেশে লুথারকে চার্চ থেকে বহিষ্কার করা হয় । পোপের নির্দেশপত্র তিনি সর্বসম্মখ্যে আগুনে নিক্ষেপ করেন । যাইহোক তিনি পোপের দূর্নীতি বিষয়ে তিনটি রচনার দ্বারা পোপতন্ত্রের মুখোস জনগণের সামনে খুলে ফেলেন । এই রচনা তিনটি ছিল- 1) Address to the Christian nobility of the German nation

2) The Babylonish captivity of the Church

3) The Liberty of a Christian man

বলাবাহুল্য, লুথারের এহেন কার্যকলাপ ছিল যাজকতন্ত্রের নিকট বোমা ফাটানোর নামান্তর । ১৫২১ খ্রিঃ ওয়ার্মস-এর ধর্মসভায় সম্রাট পঞ্চম চার্লস কেবল লুথারের বক্তব্য মানতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই নয় সাম্রাজ্যের ভেতরে তাঁর অবাধ গতিবিধির উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন । কিন্তু ইতিহাস দেখিয়েছে, লুথারের তাতে অসুবিধা হয়নি । কারণ জার্মানির স্থানীয় শাসকবর্গ তাঁর পৃষ্টপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন । এদের সহযোগিতায় লুথার সহজ সরল খ্রীষ্টিয় মতবাদ প্রচার করতে থাকেন । তাঁরা চার্চের প্রধান রুপে পোপ নয়, স্বীকৃতি দিয়ে ছিলেন প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসককে । ধর্মীয় অধিকার ছাড়া অন্য কোন অধিকার যাজকদের দেওয়া হয়নি । এই সময় আবিষ্কৃত ছাপাখানা লুথার ও তাঁর অনুগামীদের কাজকে আরও সহজ করে দিয়ে ছিল । অল্প সময়ে প্রচুর মুদ্রণের সৌজন্যে লুথারের মতবাদ দাবানলের মত জার্মানির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ।

লুথারের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র ধর্ম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা । জীবনের শেষ ১৫বছর তিনি এক অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে জীবন কাটান । বাইবেলকে তিনি আক্ষরিক অর্থে উপস্থাপিত না করে বস্তুনিহিত মূল ভাবধারার উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের বিবেকের নির্দেশে কাজ করার অধিকার আছে । অবশ্য তাই বলে তিনি উগ্র-আন্দোলন কখনই সমর্থন করেননি । ঠিক এই কারণেই জার্মানির কৃষক আন্দোলন লুথারের দ্বারা সমর্থিত হয়নি । এমনকি ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার এবং মহাজনি কারবারেরও তিনি বিরোধিতা করে ছিলেন ।

ধনী-দরিদ্র র্নিবিশেষে আপামর জনসাধারণ সর্বতভাবে লুথারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন । এমনকি ব্যবসাহী শ্রেণির একাংশকেও লুথারবাদ নাড়া দিয়ে ছিল । এর কারণ হিসাবে বলা যায়, পোপ কর্তৃক আরোপিত কর কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকা অর্জন, এরা কোন দিনই মেনে নিতে পারেনি । তাই লুথারের চিন্তাধারার প্রভাবে ব্যবসাহীদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । সবচেয়ে বড় কথা, যাজকদের সম্পত্তির একটা বিরাট অংশ এদের হাতে আসলে তারা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন । লুথারের মতবাদের আর একটি বিশেষ দিক ছিল এই যে এর দ্বারা স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল । কেননা, পোপের ক্ষমতা খর্ব করার ফলে শাসক শ্রেণি তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন । পরবর্তীকালে তাই দেখাযায় এই শাসক শ্রেণিই বহু প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করতে প্রয়াসি হয়েছিলেন ।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে লুথারের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে এবং তা স্বীকার করে নিয়ে বলা যেতে পারে তিনি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী সংস্কারক ছিলেন । বস্তুত ষোড়শ শতকে প্রবল প্রতাপশালী পোপের একাধিপত্যকে অস্বীকার করা এবং যাজকতন্ত্রের যাবতীয় দূর্নীতি ও অনাচারের তীব্র সমালোচনা করে যে চ্যালেঞ্জ তিনি ছুড়ে দিয়ে ছিলেন, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য ।

❖ **মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার রিফরমেশনের প্রসার ঃ** রেনেসাঁর অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে ছাপাখানা বা মুদ্রণ শিল্পের আর্বিভাব ঘটেছিল । এই মুদ্রণ শিল্প ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল । ঐতিহাসিক এলিজাবেথ আইজেনস্টাইনের মতে, ছাপা বা মুদ্রণ প্রোটেস্ট্যান্ট মতের প্রচারের সঙ্গে রিফরমেশনকেও সাহায্য করেছিল । এতে মধ্যযুগের পুঁথি নকল করার ভুলের অবসান হয় । তাতে ধর্মমতের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লুথারের প্রতিবাদ করতে সুবিধা হয় । এর আগেও জন ওয়াইক্লিফ জার্মানিতে মুদ্রনের দ্বারা প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল বাইবেল ভিত্তিক । ১৫২২ খ্রিঃ লুথার ইরাসমাসের 'গ্রিক টেস্টামেন্ট'-এর জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন । ১২ বছরে এর ২ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল । লুথার এমনকি 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর অনুবাদও করেছিলেন ।

চার্চ এই বিরুদ্ধ মতবাদের দিকে নজর রেখেছিল । কিন্তু ছাপার ফলে লুথারের ৯৫টি থিসিস এক পক্ষকালের মধ্যেই সারা জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে । মুদ্রণ আবিষ্কারের ৬০বছরের মধ্যেই শহরে প্রায় ২০%লোক শিক্ষিত হয় এবং তারা বই পড়তে আগ্রহী হয় । ক্যাথলিকরাও লুথারের বিরুদ্ধ লিখতে থাকেন কিন্তু লুথারের দল সংখ্যায় ভারি ছিল । লুথারের দাবী বিশাল অঞ্চলে পরিব্যপ্ত হয় । ১৫১৭ খ্রিঃ থেকে ১৫২০খ্রিঃ মধ্যে তার ৩লক্ষ কপি বিক্রি হয় এবং লুথারবাদীরা ধর্মবিপ্লবের প্রথম যুগে মুদ্রণ যন্ত্রের সহায়তায় বই বিতরণের যুদ্ধে জয়ী হন।

এইভাবে মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে লুথার অত্যাবশ্যকীয় নতুন চার্চের সার্ভিস ও পদ্ধতিকে আকৃতি দিয়েছিলেন । তিনি এই সময় তার বক্তব্য বিশেষভাবে তুলে ধরে ছিলেন । তিনি এমনকি ধর্মসঙ্গীতও প্রকাশ করেন । এইভাবে তিনি লুথারবাদকে প্রকৃত আলোচ্য বিষয় করে তুলেছিলেন । তিনি আরও কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন । পৃথিবী সম্বন্ধে তিনি যা ভাবতেন তাই মুদ্রিত করতেন ।

পরিশেষে, মুদ্রনযন্ত্র বা ছাপাখানা যে রিফরমেশনে বিশেষভাবে লুথারকে সহায়তা করেছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল এর সাহায্যে একজনের মাধ্যমেই অতি দ্রুত অনেক জায়গায় মুদ্রিত বিষয় ছড়িয়ে দেওয়া যায় । তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের র‍্যাডিক্যালরা লুথারের তত্ত্বকে অস্বীকার করেছিল । ফলে বিভিন্ন জায়গায় লুথারের মতবাদ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তারাও মুদ্রণের মাধ্যমে নিজেদের মত সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দেয় ।

---------- **প্রশ্নাবলী** ----------

রচনাধর্মী প্রশ্ন (মান -১০)

১) রেনেসাঁ প্রথম কেন ইতালিতে দেখা দিয়েছিল ?
২) ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর মানবতাবাদের কি প্রভাব পড়েছিল ?
৩) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় মানবতাবাদের প্রয়োগ আলোচনা করো ।
৪) ছাপাখানা ও মুদ্রন শিল্পের আবিষ্কার ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো ।
৫) রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভবকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?
৬) মার্টিন লুথারের চিন্তাধারা কিভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্নোত্তর (মান -৫)

১) রেনেসাঁ কী ?
২) কোপারনিকাসের বিপ্লব কী ?
৩) মুদ্রণ বিপ্লব কী ?
৪) রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন বলতে কি বোঝ ?
৫) মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার কি রিফরমেশনের প্রসারে সহায়তা করেছিল ?
৬) জু-ইংলি কে ছিলেন ?
৭) অ্যানাব্যাপটিস্ট কাদের বলে ? তারা কি অতিমাত্রায় র‍্যাডিকাল ছিলেন ?
৮) ক্যালভিন কিভাবে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে ছিলেন ?

---0---